যুগান্তর

তারিখ 26 OCT 2002
পৃষ্ঠা - ১২ কলাম - ২

বাহুবলে শিক্ষকদের গাফিলতির কারণে

১৭ স্কুলের উপবৃত্তি প্রদান বন্ধ

বাহুবল প্রতিনিধি

বাহুবলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্বে অবহেলা আর গাফিলতির কারণে হাজার হাজার শিশুর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ আধারে তলিয়ে যাচ্ছে। দায়ী শিক্ষকদের ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে শো-কজ করা হলেও কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। উল্টো এর দায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের ঘাড়ে। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে উপজেলার ১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তির টাকা প্রদান। এ তথ্য সংশ্লিষ্ট সূত্রের। সূত্র জানায়, সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের কমপক্ষে ২০ ভাগ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার্থীর তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি করা বাধ্যতামূলক এবং ১৫ ভাগ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও পাস করা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় শিক্ষা বিভাগে জবাবদিহিতা করতে হয়। ২০০১ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় যেসব বিদ্যালয় থেকে ২০ ভাগ ছাত্রছাত্রীর নাম তালিকাভুক্তি ও ১৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়নি এবং পাস নাম্বার পায়নি তাদেরকে শো-কজ করা হয় এবং উপবৃত্তির টাকা প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়। উপবৃত্তির টাকা বন্ধ করে দেয়ায় ওইসব স্কুলের অভিভাবকদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। কয়েকজন অভিভাবক এ প্রতিবেদককে জানায়, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হল। তারা বলেন, অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকাই সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে যান না। বড় কর্তাকে ঘুষ প্রদান করে স্কুল ফাঁকি দিয়ে তারা দিব্বি ব্যক্তিগত কাজে সময় কাটান। এখন শিক্ষকদের দায় চেপেছে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মাথায়। অথচ শিক্ষকরা তাদের বেতন ভাতাসহ সব সুবিধা ঠিকই ভোগ করে বহাল তবিয়তে আছেন।